

# দুর্যোগে নারী ও নারীর দুর্যোগ

বিনয় দত্ত

প্রকৃতি শব্দটার মধ্যে নির্মল আনন্দ লুকিয়ে আছ। পাখির মতো উড়ে যাওয়া বা প্রজাপতির ডানায় ভর করে উড়ে যাওয়ার উপমার কথা জানা যায় সাহিত্যে। প্রকৃতির সাথে মানুষের আদি এবং আদিম সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক বা উপমা বিশেষ শব্দমালায় তখনই ছেদ পড়ে, যখন প্রকৃতি তার রূপ ছেড়ে বিরূপ আকার ধারণ করে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

দুর্যোগ বা দুর্যোগ ভোগান্তির রূপ মাত্র, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের রেশ খানিকটা ভয়াবহই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রথম বলি প্রকৃতি, দ্বিতীয় বলি নারী ও শিশু।

শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, যে কোনো যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশ, সংগ্রাম, সংকট, দুর্যোগ ও যুদ্ধের প্রধান বলিও কিন্তু নারী ও শিশু। ফলে তাদের নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হলেও দিনশেষে একজন নারীর একাই যুদ্ধ সামলে উঠতে হয়, জয় করতে হয়। তবে এই লেখায় আমরা যুদ্ধে নয় দুর্যোগে থাকব এবং দুর্যোগে একজন নারীকে কী ধরনের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তা জানার চেষ্টা করব।

আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফ্যাম থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় ‘এশিয়ায় জলবায়ুর ক্ষয়ক্ষতির লৈঙ্গিক দিক বা জেন্ডার ডাইমেনশনস অব লস অ্যান্ড ড্যামেজ ইন এশিয়া’ শীর্ষক প্রতিবেদন। ৮ ডিসেম্বর দুবাইয়ে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৮) উপলক্ষে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি বলছে, বাংলাদেশে বন্যা চলাকালে আক্রান্ত এলাকার নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও অপুষ্টির সমস্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। দুর্যোগকবলিত এলাকার নারীরা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। কারণ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সময় খাবারের জোগান কমে গেলে নারীরা নিজেরা খাবার খাওয়া কমিয়ে দেন। যতটুকু খাবার ঘরে আসে তার বড় অংশ পরিবারের অন্য সদস্যদের দিয়ে দেন। এ সময় জ্বালানি কাঠের সরবরাহ কমে আসায় রান্না করা নিয়েও নারীরা সমস্যায় পড়েন। তা ছাড়া, এ সময় ৫৪ শতাংশ নারী শারীরিক দুর্বলতায় ও ২৫ শতাংশ মাথাঘোরার মতো সমস্যায় ভোগেন।<sup>২০</sup>

ফিরি আরেকটু পেছনে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) আয়োজিত ‘জলবায়ু মোকাবিলায় গ্রামীণ নারী : চর, উপকূল ও পার্বত্য এলাকা’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয় ২০২১ সালে। সেই ওয়েবিনারে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী

<sup>২০</sup> ইফতেখার মাহমুদ, দুর্যোগে দেশের নারীদের বিপদ বেশি : অক্সফামের প্রতিবেদন, প্রথম আলো, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩

কমিটির চেয়ারম্যান সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, দেশে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী পুরুষের চাইতে শতকরা ১৪.১ ভাগ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সভাপ্রধানের বক্তব্য প্রদানকালে এমজেএফ-এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, আমরা দেখেছি যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নারীর জ্ঞান, দক্ষতা এবং সৃষ্টিশীল ধারণা খুবই শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

তৃণমূল থেকে নারীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তাঁরা বলেন, গ্রামের নারীরা স্বাভাবিক সময়ে এবং দুর্যোগকালেও তাঁদের সংসার, সন্তান, বয়স্ক মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দেখাশোনার পাশাপাশি রান্না, খাবার পানি জোগাড়, মূল্যবান জিনিসসহ বীজ ও খাদ্য সংরক্ষণের কাজটি করেন।<sup>২৪</sup>

গবেষণা বা প্রতিবেদনে যেসব বিষয় উঠে এসেছে তার চেয়ে অনেক বেশি সমস্যা বা সংকটের মধ্য দিয়ে একজন নারীকে যেতে হয়। দুর্যোগে শুধু নারীকেই যে এই সংকট পার করতে হয় তা নয়, পুরুষকেও করতে হয়, নারী-পুরুষের পাশাপাশি শিশুদেরও সংকট পার করতে হয়। তবে দুর্যোগের প্রস্তুতিতে নারীর জন্য কিছু বিশেষ বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ। এরকম কিছু বিষয় আলোকপাত করার চেষ্টা থেকেই এই লেখার অবতারণা, যেহেতু বাংলাদেশে পুরুষপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বেশি হলেও সংসার সামলান নারীরাই।

### দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি

দুর্যোগের প্রাক্কালে পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে সাইক্লোন শেল্টারে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে নেওয়ার দরকার হয়। এই দায়িত্ব সাধারণত নারীরাই পালন করতে হয়। এর মধ্যে কারও শারীরিক অসুস্থতা থাকলে তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া ছাড়াও দুর্যোগের প্রাক্কালে নিজের বা পরিবারের অন্য কোনো নারী সদস্যের মাসিক চলতে পারে বা একজন নারী গর্ভবতী থাকতে পারেন। এসব বিষয় মাথায় রেখেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নারীকে আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে ছুটতে হয়।

### দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি

দুর্যোগের সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সাইক্লোন শেল্টারে যাওয়ার আগে নিজের ঘরবাড়ি গুছিয়ে নেওয়া। গোছানো পর্বের সিংহভাগ কাজ নারীরাই সামাল দিতে হয়। পাশাপাশি সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘরবাড়ি ধ্বংস করতে পারে বা তলিয়ে বা ডুবিয়ে দিতে পারে, সেই মানসিক প্রস্তুতিও ধারণ করতে হয়।

<sup>২৪</sup> স্টার অনলাইন রিপোর্ট, প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুরুষের চেয়ে নারী ১৪ ভাগ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, ২১ অক্টোবর ২০২১

## সাইক্লোন শেল্টারে প্রস্তুতি

সাইক্লোন শেল্টারে অসংখ্য চেনা-অচেনা মানুষের সমাবেশ ঘটে। সেই সমাবেশে পুরুষের নির্ঘাতন থেকে নিজেকে রক্ষার চিন্তা বা দুশ্চিন্তা না থাকলেও একজন নারীকে সেই বিষয়ে সজাগ থাকতে হয়। শুধু নিজে সজাগ থাকলেই হয় না, কন্যাসন্তান থাকলে তার প্রতিও বিশেষ নজর দিতে হয়। এরপর সবার খাওয়াদাওয়া, ঘুম, শৌচাগারে যাওয়ার বিষয় তো থাকেই।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, যেহেতু সাইক্লোন শেল্টারে অনেক মানুষের সমাবেশ, কাজেই সেই জায়গায় শৌচাগারে মানুষের চাপ থাকে অনেক। তাই শৌচাগারে যাতে বেশি বেশি যেতে না হয় সেই ভয়ে অনেক নারী জলপান বা খাবার খাওয়া থেকেও বিরত থাকেন। এতে করে তার স্বাস্থ্যগত সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভোগ কতদিন স্থায়ী হবে সে সম্পর্কে এখন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্বাভাস পাওয়া গেলেও আগে এটা পাওয়া অতটা সহজ ছিল না। সেই সময় গোটা পরিবার নিয়ে কতদিন সাইক্লোন শেল্টারে থাকতে হবে তা ছিল অজানা। কিন্তু এখন প্রায় নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়। অল্প সময়ের জন্য নির্দিষ্ট শেল্টারে চেনা-অচেনা লোকের সমাবেশেও ছোট পরিসরে নারীরা অল্প জায়গার মধ্যে সংসার গুছিয়ে নেন। ক্ষুদ্র সংসারের স্থায়িত্ব যতদিনই হোক না কেন, টিকতে হয় সবার এবং টিকিয়ে রাখার মূল শক্তি সরবরাহকারী সেই নারী আর তাকে ঘিরেই সংসারের বাকি সদস্যরা জোটবদ্ধ হয়ে থাকে। বিষয়টা অনেকটা মালা গাঁথার মতো।

## দুর্ভোগপরবর্তী প্রস্তুতি

দুর্ভোগ শেষ হওয়ার পরে নিজেদের বাসস্থানে ফিরে এসে ঘর গোছানোর কাজটি বিবেচনা পায় সর্বাগ্রে। যেই গোছানো সংস্থার সবাই ফেলে যায়, দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত সেই সংসার নতুন করে শুরু তাগাদা সবার মধ্যে থাকলেও নারীরাই নিজ হাতে তা সামলে ওঠেন। দুর্ভোগ শেষ হওয়ার পরে পুরুষ সদস্যকে কাজ, চাকরি বা ব্যবসায় ফিরতে হয়। সন্তানসহ সবাইকে সাথে নিয়ে দুর্ভোগপরবর্তী কাজ একা হাতে সামলে নেন নারী। এর জন্য প্রয়োজন মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি।

## দিন শেষ, রয়ে যায় দুর্ভোগের রেশ

দুর্ভোগ শেষ হওয়ার পরেই যে সব কিছু সঠিকভাবে চলা শুরু করবে তা কিন্তু না। ত্রাণ সহায়তা বা আর্থিক অনুদান যা পাওয়া যায় তা দিয়ে দিন শুরু করে দিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে একজন নারীকে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়।

দুর্ভোগ সব কিছু ভেঙে দিয়েছে বা শেষ করে দিয়েছে। সেই সব কিছু উতরে, সামনের চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে স্বল্প সুবিধায় সব কিছু সামাল দিতে হয়। এমনও হয় দুর্ভোগের রেশ তখনো ছাড়ে

না। এর ভয়াবহতা সবাইকে গ্রাস করে রাখে। সেইসব মাথায় নিয়ে বসে থাকা যায় না। নারী উঠে দাঁড়িয়ে সব কিছু বেড়ে ফেলে সংসার গুছিয়ে আবারও স্বপ্ন দেখেন।

### দুর্যোগে সংবেদনশীল বিষয়

দুর্যোগকালে কারো পিরিয়ড বা মাসিক হতে পারে বা মাসিকজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে জরুরি মুহূর্তে এটা পুরুষদের অনেকেই মাথায় আসে না। কারণ দুর্যোগকালে সবার আগে নিরাপদ আশ্রয়, খাবার, ওষুধ, ঘুম, শৌচাগারসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় আসে। কিন্তু দুর্যোগ প্রস্তুতির পরিকল্পনায় যদি নারীর অংশগ্রহণ থাকে, তাহলে অবশ্যই নারীর প্রয়োজনকে বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, যেখানে অবশ্যই আসে স্যানিটারি প্যাড, আন্ডারগার্মেন্টস, সাবান, নিরাপদ পানি ও পানি সংরক্ষণের পাত্র, যৌন নিরাপত্তা, ইত্যাদির প্রসঙ্গ।

দুর্যোগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো টিকে থাকা। এই চ্যালেঞ্জে সবাই টিকতে পারে এমন নয়, কিন্তু সবাইকে টিকতে হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে একজন নারীর প্যাড লাগলে প্রান্তিক মানুষ স্যানিটারি প্যাড সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছাড়তে পারে না বা সাইক্লোন শেল্টারে স্যানিটারি প্যাড পাবে সে আশাও করে না। কিন্তু আজকাল নারীদের নিয়ে কাজ করে এমন অনেক সংগঠন এসব নিয়ে ভাবে এবং দুর্যোগের শিকার নারীদের পাশে দাঁড়বার চেষ্টা করে, ডিগনিটি কিটস বিতরণ করে।

### স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'নন্দিতা সুরক্ষা'

যেসব সংগঠন দুর্যোগে নারীর প্রয়োজনকে নিয়ে আলাদা করে ভাবে 'নন্দিতা সুরক্ষা' তাদের একটি। তাহিয়াতুল জান্নাত রেমির উদ্যোগে ২০১৭ সাল থেকে নারীর যৌনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে কাজ শুরু করেছে স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠন। ২০২০ সালের বন্যার সময় তারা মাঠপর্যায়ে কাজ করে।

ফরিদপুরে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পরে যখন বন্যার কবলে পড়ে পরিবারগুলো। তখন করোনার ভয়াল থাবা সব কিছু গ্রাস করে নিয়েছে, অর্থসংকট প্রবল। সেই প্রবল সংকটে মানুষ খাবার কেনার টাকা জোগাড় করতে পারছিল না, স্যানিটারি প্যাড তো আরও পরের কথা। এই সংকটের কথা ভেবে তারা ত্রাণের পাশাপাশি ২৫০০ প্যাড বিতরণ করে। শুধু যে স্যানিটারি প্যাড বিতরণ করেছে এমন নয়, স্যানিটারি প্যাডের সাথে সবচেয়ে বেশি জরুরি আন্ডারগার্মেন্টস। এক জোড়া আন্ডারগার্মেন্টস ছিল তাদের বিতরণ প্যাকেজে।

বিষয়টা আসলে এতটা সহজ-সরল নয়। মাসিক বা পিরিয়ড বা স্যানিটারি প্যাড নিয়ে এখনো আমাদের মাঝে ট্যাবু আছে। এই ট্যাবু যতটা না সামাজিক বা লোকেদের চক্ষুর অন্তরালে রাখার প্রয়াস তার চেয়ে অনেক বেশি ধর্মীয়। বাঙালি ধর্মকে সব কিছুর সাথে মিশিয়ে ফেলে। সব

কিছুর মধ্যে জায়েজ, না-জায়েজ খুঁজতে থাকে। এইরকম শক্তিশালী ট্যাбу ভেঙে ‘নন্দিতা সুরক্ষা’ যে কাজ করেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

তাহিয়াতুল জান্নাত রেমির সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, আমরা আসলে নারীর সংকটে পাশে থাকতে চাই। আর দুর্যোগে নারীর সংকট আরও প্রবল হয়। এই প্রবল সংকটে নারী থাকে একদমই অসহায়, কিন্তু তার অসহায়ত্ব প্রকাশের মাধ্যমও কিন্তু কম। তাই আমরা এই ধরনের ভাবনা ভেবেছি। এখন অনেকেই এই কাজ করেছে। আমরা চাই, এই ট্যাбу ভেঙে সবাই এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলুক। তাতে কুসংস্কার দূর হয়ে সংস্কার আসবে। লজ্জা ভুলে প্রয়োজনীয়তার কথা সবাই বলবে এবং তুলে ধরবে।

দুর্যোগে নারী ও শিশু রক্ষায় আমাদের আরও কাজের সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগ হুট করে হয় না। করে নিতে হয়। রাষ্ট্রের যেমন দুর্যোগে নারী ও শিশু রক্ষায় অনেক কিছু করণীয়, তেমনি ব্যক্তি পর্যায়েও কাজের সুযোগ রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান বলেন, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের পর নারীদের প্রয়োজন মাথায় রেখে এবং তাদের গুরুত্ব দিয়ে আমরা সহায়তা দিয়ে থাকি। অবশ্য যেভাবে দুর্যোগ বাড়ছে, তা সামলানোর জন্য জলবায়ু ক্ষয়ক্ষতি তহবিল থেকে আমাদের সহায়তা দরকার হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ জন্য এগিয়ে আসতে হবে।<sup>২৫</sup>

সহায়তা না আসলে যে দুর্যোগে নারী ও শিশুর সার্বিক সুরক্ষার কাজ থেমে থাকবে তা নয়। তবে সেজন্য সদিচ্ছার প্রয়োজন। সেই সদিচ্ছা সবার মধ্যে জেগে উঠুক এই আশা সব সময়।

বিনয় দত্ত কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। benoydutta.writer@gmail.com

---

<sup>২৫</sup> ইফতেখার মাহমুদ, দুর্যোগে দেশের নারীদের বিপদ বেশি : অক্সফামের প্রতিবেদন, প্রথম আলো, ১৭ ডিসেম্বর ২০২০